ফলে তার কবিতায় মিত্রকাব্য ব্যাকরণের নিষ্ঠা-বদ্ধতা লক্ষণীয়। অন্যদিকে ভাষা অলংকার ক্ষেত্রে অন্যান্য শব্দের ভাণ্ডারকেই কাজে প্রয়োগ করেছেন। অন্যদিকে কমলাকান্তের পদে রামপ্রসাদের মতো মাতা ও সন্তানের সম্পর্কটি ততটা সুস্পষ্ট হয়নি। এ প্রসঙ্গে জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন "বৈষ্ণব পদাবলীর রচনায় চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস কবিরাজের যে পার্থক্য শাক্ত পদাবলী রচনায় রাম-প্রসাদ ও কমলাকান্তের সেই পার্থক্য একজন ভাব-তন্ময়তা আত্মহারা — অন্যজন সচেতন শিল্পী একজন সরল অনাড়ম্বর.....; অপরজন আত্মস্থ হইলেও আত্মহারা নহেন, তাঁহার বিচার আছে, সংযম আছে — তাই ছন্দের মাধুরী ও শব্দবিন্যাসের কারুসম্ভারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি, রসনাবোধ, শব্দ নির্বাচন, রুচির পদে আকর্ষণ।"

শাক্ত পদাবলীর আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক মূল্য।

→ শাক্ত পদাবলীর মূল আধার লীলাকথা। দেবীর কন্যারূপে মর্ত্যের ধূলিমলিন পরিবেশে আগমন ও মাত্র তিন দিন পরে বিদায় গ্রহণের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন দৃশ্যের সূচনা আর পরবর্তী দৃশ্যে সম্মুখে জগৎ জননীর বিচিত্র বিশ্বরূপ দর্শন। আর সেইসব দৃশ্যে বর্ণিত হয়েছে মাতৃ মহিমার প্রকাশ। মা কি ও কেমন সেই জগন্মাতৃর বোধের উপলব্ধি। ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলি মাতৃ-কৃপানুভবের পদ। আগমনি বিজয়া ও বাল্যলীলার পদগুলি বাদ দিলে ভারতীয় ধর্ম আরাধনার অন্যতম অঙ্গ শক্তি আরাধনার বিষয়টিকে শাক্ত পদকর্তারা বিভিন্ন পদে ব্যাখ্যায়িত করেছেন — এই অর্থে শাক্ত পদাবলীর বিচার শুধুমাত্র সাহিত্যের মূল্যের নিরিখে হতে পারে না।

Scanned with CamScanner

"আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে — মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো.......... আমাদের এই ঘরের স্নেহ ঘরের দুঃখ বাঙালীর গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া বাঙালী হৃদয়ের শারদ উৎসব পল্লবের ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অম্বিকা পূজা এবং বাঙালীর কন্যা পূজাও বটে। আগমনী ও বিজয়া বাঙালীর মাতৃ হৃদয়ের গান।"

আগমনী বিজয়ার প্রায় প্রতিটি পদেই মাতা কন্যার মিলন/বিচ্ছেদের মর্মবীণা রসে সিক্ত। রামপ্রসাদ লিখেছেন—

"গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না"

— মাতৃ হৃদয়ের সুপ্ত বাসনাটি এখানে সহজ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আগমনী সংগীতে কন্যার জন্য আকাঙ্ক্ষা, মিলনের উল্লাস যেভাবে বাণীরূপ লাভ করেছে তাতে তার কাব্য গুণকে অস্বীকার করা যায় না। বিজয়া সঙ্গীতের অন্তর্ভেদী হাহাকারকে শাক্ত পদকর্তাগণ হৃদয় নিংড়ানো ভাষায় রচনা করেছেন —

"এসো মা উমা, এসো মা উমা
বলো না আর যাই যাই
মায়ের কাছে, হৈমবতী, ও-কথা মা
আর বলতে নাই।"

শাক্ত পদাবলী ধর্ম বিশ্বাসের আধার সঙ্গীত হলেও আগমনী বিজয়া পদগুলি শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কবিতা হিসাবে বিচার্য নয়। এর পেছনেও একটি তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। শক্তিরূপিনী দেবী তাই পৃথিবীতে এসেছেন লীলা করতে। এই লীলার প্রসঙ্গে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন —

"ভারতীয় সাধনার সম্বন্ধে একটি সূত্রপাত বলা যাইতে পারে এই সূত্রের প্রথম অর্ধকে বলা যাইতে পারে প্রলয়ের সাধনা। .... এই সাধনার মুখ সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে লয়ের দিকে, স্থিতিতত্ত্বের দিকে.......... যে শক্তি জড় প্রকৃতির শক্তি দিয়ে আমাদিগকে বাঁধিতেছে সেই হইল মায়া...... এই ভাবেই মহামায়ার ক্রিয়া শক্তিই হইল মায়া। মহামায়া বাঁধেন না, মুক্তি দেন। .... এই যে মা - মহামায়ার মানবী দেবীর সহজ স্বরূপ সেই স্বরূপের সাধনার পটভূমিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের বাংলাদেশের উমা সঙ্গীত —

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

হৃদি-পদ্ম উঠিবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বে লুটে, তারা বলে হব সারা॥

"সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা-খেলা।"
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা....
তুই বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ছেলেবেলা,,

বস্তুত, কিভাবে আত্মসংকট, জীবন যন্ত্রণা ও যুগ অসঙ্গতিকে অতিক্রম করে অস্তিত্বের শেষ সোপানে অর্থাৎ মাতৃচরণ আশ্রয় নিয়ে ভক্ত আপন অস্তিত্বকে এক অতীন্দ্রিয় জীবনে স্থাপন করেছেন, ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলিতে তা ব্যক্ত হয়েছে।

সুতরাং ভক্তির স্রোত রূপে আধ্যাত্মিক পিপাসা চরিতার্থ করার ব্যাপারে ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলি নিশ্চয় স্বার্থক কিন্তু কাব্যমূল্যে গুলি অবহেলার যোগ্য নয়। অধিকাংশ পদই আবেগের আন্তরিকতায়, ব্যাকুল মাটির হৃদয় বেদনায় রক্তাক্ত নৈরাশ্য-পীড়িত মানুষের অসহায় আর্তি এবং অনিবার্য যুগ যন্ত্রণায় পতিত হয়ে আলোচ্য পদগুলির আধ্যাত্মিক আবেদনকে রূপান্তর করেছে। বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের বিভিন্ন স্তর পর্যায়ে এবং মাতৃপুত্র-সংগত মানবিক আবেদনের স্বর প্রতিফলিত, জগৎপালিকা বিশ্বজননী মাতাকে দেখে বিস্তৃত কল্পনা কল্পলোক রূপের আধারে প্রতিষ্ঠিত করে শাক্ত পদকর্তারা বাংলা ভক্তিগীতির ধারায় যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলেন তার আধ্যাত্মিক মূল্য বিপুল বলেই আজও বাঙালী পাঠক ও শ্রোতার নিকট ওই সব পদের আবেদন বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি।

অবশ্য শেষ অভিমত দাবি। ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলি অত্যন্ত সহজ ভাষায় লেখা আর এইসব পদে নিত্যকালের সংগৃহীত হয়েছে চলমান লোকায়িত জীবন থেকে। শাক্ত পদাবলী গ্রন্থ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রকাশের সমালোচক বলেছেন ভক্তের আকুতি ভক্তজীবনের যাবতীয় চিত্র কিছু নরক সন্তানে ভক্তের আকুতি কোন সুর নি শুধু বন্ধ সর্বস্ব নিত্যদিনের গ্লানি কীর্তিত আবেগের আর্ত এক অতীন্দ্রিয় জীবনের উত্তরণের জন্য এই কামনা পদগুলির মধ্যে প্রকাশিত তাই দুঃখ দুঃখবাদে সমাপ্ত হল না, অভিজ্ঞতার বিষয়ে ভক্তির অভিব্যক্তি বিশ্বাসভক্তির অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। আনুনয় আবিষ্কার করল ——

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

রামপ্রসাদই বাংলা ভাষার শাক্ত পদাবলীর জনক। পরবর্তীকালে এই ধারায় অন্যান্য কবির আবির্ভাব ঘটলেও কমলাকান্তই একমাত্র কবি যিনি সকল দিক দিয়ে সমান প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তবে বিভিন্ন পর্যায়ের পদে অনুরূপ আগমনী বিজয়া পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার অবশ্য কমলাকান্ত শিল্পনৈপুণ্যের ক্ষেত্রে দুজন কবির কবিপ্রতিভার পার্থক্য সূচিত হয়। কমলাকান্তের আগমনী - বিজয়া পর্যায়ের সঙ্গীতগুলি অত্যন্ত শিল্পীর সুপরিকল্পিত রচনা। মেনকার পতিগৃহে নির্বাসিতা কন্যার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এই দুশ্চিন্তা শুরু তার পরিণতি কন্যার পিতৃগৃহে আগমনের পর তার বিষণ্ণ বিদায়লগ্নে মাতার অশ্রুসিক্ত আর্তিবাদে কমলাকান্ত রচিত এই লীলানাট্যের পাত্রপাত্রীর অন্তরেই আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। মায়ের কাছে কন্যার বয়স বাড়ে না। মেনকার স্বপ্নে উমা তাই "বসিয়া আমার কোলে, দলে চলা হেসে আধো আধো মা বলে . বদনে সুধাসার"। এরপর মেনকার অনুরোধে গিরিরাজের কাছে গৌরী আনতে যাওয়া —

"কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।"

কারণ উমার সংসারে অভাব আছে আর উমার স্বামী তো শ্মশানবাসী। কোনো বাঙালী মায়ের তো বিবাহিত মেয়ের অনিবার্য দুর্ভাগ্যকে উপেক্ষা করতে পারে না। কমলাকান্তের এই পদে তৎকালীন সমাজে নিষ্ঠুর প্রথার প্রতি যেমন ইঙ্গিত আছে তেমনি আছে চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের আকুলতা। পিতৃগৃহে আসার পর কন্যার অভ্যর্থনায় যে অনুরাগের সুর বেজে উঠেছে তা কমলাকান্তের একান্ত নিজস্ব। কমলাকান্ত রচিত আগমনী পদে মাতা ও কন্যার সু মধুর সম্পর্কে যে বিভিন্ন সাধ্য রচিত হয়েছে রামপ্রসাদে তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়

Scanned with CamScanner

দুর্ভাগ্যের চিন্তায় মাতার উদ্বেগ, আশা, কন্যার প্রথম আগমনে মান অভিমানের পালা এই গুলি যেন নাটকের দৃশ্যাবলির মতো — যার চরম পরিণতি ঘটেছে বিজয়ায়, কন্যা বিচ্ছেদে। আবার ভক্তের পর্যায়ে যে বিরহ আত্মনিবেদন দেখা যায় তা নাটকীয় উক্তি বা Dramatic monologue-এর মতো। অধ্যাপক জাহ্নবী চক্রবর্তী এই পদগুলিতে একধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করেছেন। তার ভাষায় —

> "এ নাটকের দ্বন্দ্ব বাহিরে নয় সম্পূর্ণরূপে মনে — এখানে খাঁটি অন্তর্দ্বন্দ্ব; এ অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা অথচ শ্রাবিকা হইতেও বদ্ধ জীবের অন্তর্দ্বন্দ্ব সুতীব্রতর।"

(iii) <u>শাক্ত পদাবলীর গীতিপ্রধানতা:</u>

গীতিধর্মিতা শাক্ত পদাবলীর অন্যতম প্রধান লক্ষণ। সুর নির্ভরতা মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান ধর্ম। শাক্ত সঙ্গীতের পূর্ব-নাম ছিলো 'মালসী' অর্থাৎ মালবশ্রী রাগাশ্রিত দেবী-বিষয়ক গান। অনেকের মতে 'মালসী' আসলে লোকসঙ্গীত অথবা শাক্তসঙ্গীতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত উভয়ধারার সমাবেশ ঘটেছে। কে না জানে শাক্ত সঙ্গীতের গীতমাল্যে এক অদ্ভুত মাদকতা আছে।

Scanned with CamScanner

শাক্তপদের ভক্তিবাদী রূপ হৃদয় রসের অন্ত-লীন করে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বলেই রামপ্রসাদের পদ আধ্যাত্মিকতার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহৎ সমাজে এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে ব্যক্তি মানুষের গান হয়ে উঠতে পেরেছে। অন্যদিকে কমলাকান্ত যে কাব্য সৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক চেত-নাকে পরিহার করতে পারেননি। তার প্রমাণ তাঁকে তীর্থপর্যটক গয়া – গঙ্গা – বারাণসীর মাহাত্ম্য সম্পৃক্ততার আনুষ্ঠানিকতায়।

রামপ্রসাদ স্বভাব লোক চেতনার কবি — তিনি তাঁর সাধনায় শাস্ত্রীয় আচার ও বৈদিক কার্যকলাপকে প্রাধান্য দেননি। কমলাকান্ত কিন্তু রামপ্রসাদের মতো মাতৃপূজার অনুষ্ঠান ঋত্বিক হতে পারেননি। কমলাকান্ত বলেন —

"আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন কারো ঘরে।
যা চাবে এই খানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥"

কমলাকান্তের পদগুলি তাই সাধনার রূপায়ন। কিন্তু রামপ্রসাদের পদ কোনো সময়ই জীবন স্পর্শ বিহীন নয় — তাই তিনি মাতৃপূজার উপাচারকে তুচ্ছ করতে পেরেছেন — বাহ্য অনুষ্ঠান ও সাধের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় পূজা-উপকরণ নেহাতই বাহুল্য —

"যাকে মনকে করতে পূজা অহংকার হয় মনে
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা
জানবে না রে জগজ্জনে"

কবি আন্তরিকতার ভিত্তিতার সূত্রে .... নিষ্ঠা নির্বিঘ্ন হয়। রামপ্রসাদের কাব্য প্রতিভা ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত। অন্যদিকে কমলাকান্তের কাব্যপ্রতিভা কিছুটা প্রযত্ন অর্জিত।

রামপ্রসাদের কাব্যের মতো কমলাকান্তের পদে আন্তরিকতাতে তৎকালীন বঙ্গদেশের প্রেক্ষাপটটি অনুপস্থিত থাকায় জীবন সম্পর্কে গভীর এবং বহুদীর্ঘ সামাজিক অভিজ্ঞতা কমলাকান্তের পদে লক্ষ্য গোচর হয় না।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

মনের ক্ষোভ করার প্রকাশ। তাই নিজে সে ক্ষোভ মেটানোর জন্য চেষ্টা করেছেন। ব্যাসকাশী অনুষ্ঠিত একটি নিদর্শন তার। প্রবাদ আছে 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম'? কবি এই মতিভ্রম নিয়ে গল্প ফেঁদেছেন। বেদব্যাসের মতো ঋষির মতিভ্রম হয়েছে। ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব, হলেন গোঁড়া শৈব। কখনও হর নিন্দা কখনও হরি নিন্দা করতে লাগলেন। ভারতচন্দ্র ব্যাসকে শিক্ষা দিলেন [হরির মুখ দিয়ে]।

"হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত বীর॥"

(x) বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র দেবীর স্নিগ্ধশ্যামল কোমল মাতৃমূর্তিকেই পছন্দ করেছেন। দেবী শিবের চরিত্র শৈথিল্যের কথা বললেও তাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছেন। শিবের নানারকম পাগলামিকে উপেক্ষা করেছে অন্নদা নিজের হাতে সিদ্ধি পর্যন্ত বেটেছে। আর উদরিক শিবের পরম পরিতৃপ্তির আহার দেখে মৃদুমধুর হাস্য করেছেন।

"নাচেন ভুঁড়িয়া শিবঠাকুর
হাসেন অন্নদা মৃদুমধুর॥"

৩. রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যরীতির তুলনামূলক আলোচনা করো।

→ রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রায় একই সময়ে জন্মগ্রহণ করে। রামপ্রসাদ সেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। আর কমলাকান্তের জন্ম ওই শতাব্দীর শেষ পর্বে। একই শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করা ছাড়াও দুজনেই ছিলেন তন্ত্রসাধক এবং কবি। একই ধারার কবি হওয়ায় এবং মোটামুটি একই শতাব্দীতে কবিতা রচনা করায় এই দুই স্মরণীয় কবির কবিমানস তথা কাব্যরীতির তুলনা একটি আবশ্যিক আলোচনার বিষয়বস্তু রূপে গণ্য হতে পারে।